

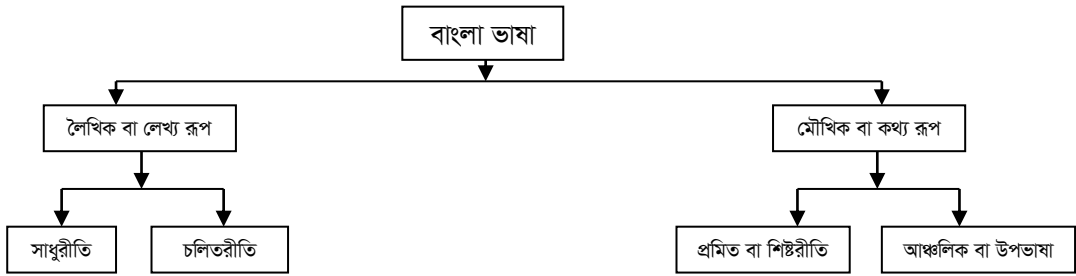
প্রশ্ন ১। ভাষা কাকে বলে? বাংলা ভাষার রূপ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করেন।

অথবা, ভাষার সংজ্ঞা দাও? বাংলা ভাষার রূপ কয়টি ও কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

উত্তর : ভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংজ্ঞাটি প্রাধান্যযোগ্য। তাঁর মতে, “মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।”

বাংলা ভাষার রূপ : বাংলা ভাষার রূপ প্রধানত দুটি। যথা-১. লেখ্য রূপ ও ২. কথ্য রূপ।



১. লৈখিক বা লেখ্য রূপ : বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা বা কোনো কিছু লেখার সময় যে রীতিতে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি তাকে ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপ বলে। বাংলা ভাষার লেখ্য রূপকে আবার দু রীতিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা –

ক. সাধুভাষা বা সাধুরীতি

ও

খ. চলিত ভাষা বা চলিত রীতি।

ক. সাধুভাষা বা সাধুরীতি :

সাধারণত পূর্ণ সর্বনাম ও পূর্ণ ক্রিয়াপদ সংবলিত ভাষার যে গুরুগম্ভীর কৃত্রিম রীতি শুধু লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাকে সাধুভাষা বলে। বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ লেখক সংস্কৃত ভাষার কাঠামো অবলম্বন করে যে সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম দেন সে ভাষারীতিকে সাধুভাষা বলা হয়। একে সাধুরীতি নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ :

অতি পূর্বকালে, ভারতবর্ষে দুঃস্বপ্ন নামে এক সম্রাট ছিলেন। তিনি, একদা বহুতর সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা, শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। [শকুন্তলা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

খ. চলিত ভাষা বা চলিত রীতি :

বাংলা লৈখিক ভাষার অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপটিকে বলা হয় চলিত ভাষা। কলকাতা ও ভাগীরথীর তীর সন্নিহিত জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণা, হুগলি ও নদীয়া জেলার কিছু অংশের লোকমুখে প্রচলিত বাংলা ভাষার পরিমার্জিত রূপসহ বর্তমান সাহিত্য চলিত ভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

চলিত ভাষা সংক্ষিপ্ত, সহজ, সরল, গতিশীল ও সহজবোধ্য।

উদাহরণ :

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেন নি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতা প্রতীক রয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম। [জীবন ও বৃক্ষ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী]

২. মৌখিক বা কথ্যরূপ :

বাংলা ভাষার যে রূপ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত তাকে মৌখিক বা কথ্যরূপ বলে। বাংলা ভাষায় মৌখিক বা কথ্যরূপকে আবার দুটি রীতিতে ভাগ করা হয়েছে।

ক. প্রমিত বা শিষ্টরীতি

ও

খ. আঞ্চলিক বা উপভাষা

ক. প্রমিত বা শিষ্ট রীতি :

শিক্ষিত, মার্জিত ও ভদ্র সমাজে ব্যবহৃত আদর্শ মৌখিক ভাবে প্রমিত বা শিষ্ট রীতি বলে।

উদাহরণ:

গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহ্নিত হতে লাগল মনের চিরস্মরণীয়গারে। আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হলো জীবনের একটা কোনো চরম সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। [শেষ কথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

খ. আঞ্চলিক রীতি বা উপভাষা :

নিজেদের মনের ভাব অপরকে বোঝানোর জন্য কোনো অঞ্চল বা এলাকার মানুষ যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে তাকে আঞ্চলিক রীতি বা উপভাষা বলে। বর্তমানে অনেক সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনে আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে স্থান দিয়েছেন।

প্রশ্ন ২। সাধুরীতি ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

উত্তর : সাধুভাষার (রীতির) বৈশিষ্ট্য :

১. সাধুভাষা ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত নিয়মের অনুসারী।
২. গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী।
৩. মার্জিত ও সর্বজনবোধ্য এবং অঞ্চলবিশেষের প্রভাবমুক্ত।
৪. সাধু রীতিতে তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি।
৫. ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়।
৬. সাধারণ কথাবার্তা, বক্তৃতা ও নাটকের সংলাপের উপযোগী নয়।
৭. কৃত্রিম উপায়ে তৈরি। এর রূপ অপরিবর্তিত।
৮. সাধু ভাষার বানান রীতি সুনির্দিষ্ট।
৯. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ধরিয়ছিলেন, মারিয়ছিলেন, করিয়ছিলেন, যাইয়ছিলেন।
১০. অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ধরিলে, করিলে, খাইলে, মরিলে, বাঁচিলে।

চলিত ভাষার (রীতির) বৈশিষ্ট্য :

১. চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল। শব্দ ব্যবহারে এ ভাষা অকৃপণ ও উদার।
২. এ ভাষা জীবন্ত এবং আঞ্চলিক প্রভাবাধীন।
৩. চলিত ভাষা সহজবোধ্য; সহজ, সরল ও সাবলীল।
৪. এ ভাষায় তত্ত্ব, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
৫. সাধারণ কথাবার্তা, বক্তৃতা ও নাটকের সংলাপের উপযোগী।
৬. এ ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।
৭. চলিত ভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ও কৃত্রিমতা বর্জিত।
৮. বাচনভঙ্গি চটুল, হালকা ও গতিশীল।
৯. অসমাপিকা ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ধরে (ধরিয়ে), করলে (করিলে), খেলে (খাইলে), মরলে (মরিলে)।
১০. অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- হতে (হইতে), চেয়ে (চাহিয়া), দিয়ে (দ্বারা), থেকে (থাকিয়া)।

প্রশ্ন ৩। বাংলা ভাষার সাধুরীতি ও চলিত রীতির পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

অথবা, সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য উদাহরণ সহকারে আলোচনা করেন।

উত্তর : নিচে সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

পার্থক্যের ভিত্তি	সাধুভাষা	চলিত ভাষা
১. সংজ্ঞা	সাধুভাষা লিখিতভাবে ভাব প্রকাশের সর্বজনস্বীকৃত গভীর গদ্য রূপ।	দেশের শিক্ষিত জনসমাজের পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও কথোপকথনের উপযুক্ত বাহন হচ্ছে চলিত ভাষা।
২. ব্যাকরণ অনুসরণ	ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত নিয়মের অনুসারী।	সব সময় ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম ঠিকমতো মেনে চলে না।
৩. ব্যবহার	সাহিত্য, চিঠিপত্র ও দলিল লিখনে সাধুভাষার ব্যবহার অধিক।	বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাটকের সংলাপের জন্য উপযুক্ত।
৪. শব্দ প্রয়োগ	সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি।	তত্ত্ব, অর্ধসৎসম ও বর্তমানে বিদেশি শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বেশি।
৫. অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার	অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার নেই।	এদের প্রয়োগ লক্ষণীয়।
৬. নমনীয়তা	সাধুভাষা অপরিবর্তনীয়।	এটি পরিবর্তনশীল বিধায় চলিত ভাষা গতিশীল।
৭. অনুসর্গ	অনুসর্গ-হইতে, থাকিয়া, দিয়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।	হতে, থেকে, দিয়ে প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।
৮. সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের রূপ	সাধুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- তাহার, পড়িতেছে।	সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের আধুনিক ও সংকুচিত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- তার, পড়ছে।
৯. প্রকৃতি	কৃত্রিম হলেও এটি সুষমামণ্ডি, গাভীর্যপূর্ণ ও আভিজাত্যের অধিকারী।	অপেক্ষাকৃত জীবন্ত, লঘুগতিসম্পন্ন ও বহুল পরিমাণে লোকায়ত।
১০. আঞ্চলিক প্রভাব	এ ভাষা কোনো অঞ্চলবিশেষের	এ ভাষা আঞ্চলিক প্রভাবাধীন হতে পারে।

	প্রভাবাধীন নয়।	
১১. পদবিন্যাস	পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত।	পদবিন্যাস সর্বদা সুনির্ধারিত নয়।
১২. আবির্ভাব	বেশ প্রাচীন ভাষা।	আধুনিক ভাষা।
১৩. উদাহরণ	প্রাণে রস যোগায় এমন বই যদি পড়িতে হয়, তবে ইহাই তাহার স্থান।	প্রাণে রস যোগায় এমন বই যদি পড়তে হয় তবে এটিই তার স্থান।

প্রশ্ন ৪। সাধুরীতি থেকে চলিত রীতিতে রূপান্তরের নিয়মাবলি উল্লেখ করেন।

উত্তর : সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করতে হলে কতিপয় নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ নিয়মগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করা যায়।

নিচে সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরের নিয়মগুলো উল্লেখ করা হলো—

১. সর্বনাম পদের মধ্যে ‘ই’ ধ্বনি থাকলে চলিত রীতিতে উক্ত ‘ই’ ধ্বনি লোপ পায়। যেমন— তোমাদিগের > তোমাদের।
২. হা ধ্বনি লোপ পায়। যথা— তাহার > তার।
৩. শব্দগত পরিবর্তন হয়। যথা— স্বয়ং > নিজে।
৪. ক্রিয়াপদের মধ্যে ‘ই’ স্বরধ্বনি থাকলে চলিতরীতিতে উক্ত ‘ই’ স্বরধ্বনি লোপ পায়। যথা—যাইব > যাব, খাইব > খাব, হইবে > হবে।
৫. ক্রিয়াপদের মধ্যে ‘উ’ স্বরধ্বনি থাকলে চলিতরীতিতে তা লোপ পায়। যথা— হউক > হোক, যাউক > যাক, থাকুক > থাক প্রভৃতি
৬. পদাশ্রিত পূর্ববর্তী ‘ই’ ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ‘আ’ ধ্বনি ‘এ’ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যথা— বিয়া > বিয়ে, দিলাম > দিলেম, পিঠা > পিঠে, বিলাত > বিলেত ইত্যাদি।
৭. পদস্থিত পূর্ববর্তী উ বা উ ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী আ ধ্বনি ‘ও’ বা ‘উ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যথা— কুলা > কুলো, উনান > উনুন, পূজা > পুজো
৮. পদের শেষে যদি অ, আ বা এ থাকে তবে পূর্ববর্তী ‘উ’ ধ্বনি ‘ও’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যথা— খুঁজা > খোঁজা, বুনা > বোনা, উড়ে > ওড়ে, শুনা > শোনা ইত্যাদি।
৯. পদের শেষে যদি অ, আ বা এ থাকে তবে পূর্ববর্তী ‘ই’ ধ্বনি ‘এ’ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যথা— লিখ > লেখ, ছিঁড়া > ছেঁড়া, ভিজা > ভেজা ইত্যাদি।
১০. বিশেষণটি পরিবর্তন হয়। যথা— আমোদিত > আমোদে, গ্রাম্য > গেঁয়ো।
১১. ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরিবর্তন হয়। যথা— ঝঙ্কার > ঝনঝন,।

প্রশ্ন ৫। চলিত রীতি থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তরের নিয়মাবলি উল্লেখ করেন।

উত্তর : চলিত রীতি থেকে সাধু রীতিতে পরিবর্তনে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলা আবশ্যিক। এ নিয়মের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে চলিত ভাষাকে সাধুভাষায় পরিবর্তন করা যায়।

নিচে চলিত ভাষাকে সাধুভাষায় পরিবর্তনের নিয়ম দেওয়া হলো—

১. চলিত রীতিতে তদ্ভব শব্দ ব্যবহৃত হয়। সাধুরীতিতে সেগুলোর তৎসম রূপ ব্যবহার করতে হয়। যেমন— রক্ষা > পরিদ্রাণ, মাথা > মস্তক, হরিণশিশু > মৃগ শাবক ইত্যাদি।
২. চলিত ভাষার ক্রিয়ারূপ পরিবর্তিত হয়ে সাধুভাষায় পূর্ণ বা দীর্ঘ রূপ গ্রহণ করে। যেমন— করছি > করিতেছি, খেলাম > খাইলাম ইত্যাদি।

৩. সাধু রীতিতে সর্বনামের দীর্ঘ রূপ ব্যবহার হয়। যেমন-তার > তাহার, তাদের > তাহাদের, ওদের > উহাদের ইত্যাদি।
৪. সাধু রীতিতে সন্ধি বা সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন- বনের মধ্যে > বনমধ্যে, তুষারের ন্যায় শুভ্র > তুষার শুভ্র ইত্যাদি।
৫. সাধু রীতিতে কিছু কিছু বিশেষণ শব্দ ব্যবহারেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন- খুব > অতি, অত্যন্ত > অতিমাত্রা, নানারকম > বহুতর,।
৬. ধন্যাত্মক শব্দের পরিবর্তন হয়। যেমন- মরমর > মর্মর ইত্যাদি।
৭. অতিশ্রুতিঘটিত পরিবর্তন হয়। যেমন- মেছো > মাছুয়া, ছুটে > ছুটিয়া ইত্যাদি।
৮. স্বরসংগতিঘটিত পরিবর্তন হয়। যেমন- ভিক্ষে > ভিক্ষা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৬। সাধুভাষার ক্রিয়াপদের চলিতরূপ নির্দেশ করেন।

উত্তর : সাধুভাষায় গুরুগম্ভীর ভাবপ্রকাশে ও কমগতির উচ্চারণে সমাপিকা ও অপমাপিকা ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে চলিতরীতিতে তা শ্রুতিমধুর, সহজ-সরল, সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত রূপ হয়।

বর্তমান কালের পার্থক্য :

কাল	সাধু	চলিত		সাধু	চলিত
ঘটমান বর্তমান	যাইতেছ করিতেছি	যাচ্ছ করছি		হইতেছে শুনিতেছিল	হচ্ছে শুনছিস
পুরাঘটিত বর্তমান	বলিয়াছেন করিয়াছেন	বলেছেন করেছি		খাইয়াছে ঘুমাইয়াছ	খেয়েছে ঘুমিয়েছ